সংবাদ

তারিখ ...1 6 MAR 2007 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪.....

শুরু হলো সার্ক কার র‍্যালি পাড়ি দেবে ৮২০০ কি.মি. পথ

আবদুল মজিদ, কক্সবাজার থেকে

পর্যটন শহর কক্সবাজার থেকে শুরু হলো সার্ক কার র‍্যালি। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে কক্সবাজারের স্টেডিয়ামে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ কক্সবাজার স্টেডিয়ামে এ কার র‍্যালির উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, পর্যটন এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বাড়াতে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সরাসরি বিমান যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা উচিত। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, পর্যটনকে ঘিরে সার্ক দেশগুলোর টেকসই প্রচেষ্টা আগামী দিনে এ অঞ্চলের উন্নত সংস্কৃতি ও আন্তঃপরিবেশগত প্রতিকে আরও উন্নত করতে সহায়ক হবে। তাহলে দক্ষিণ এশিয়া বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে ভিন্নতা প্রকাশের সুযোগ পাবে এবং এটি এ অঞ্চলের সবচাইতে কাছাকাছি আনতে সাহায্য করবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ড. ইফতেখার আহমদ চৌধুরী, বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) এমএ মতিন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. শহীদ আলম। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব আলী

শুরু হলো : পৃঃ ২ কঃ ৪

গতকাল পতাকা উড়িয়ে প্রথম সার্ক কার র‍্যালির উদ্বোধন করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড

শুরু হলো : সার্ক র‍্যালী

(১২ পৃষ্ঠার পর)

ইমাম মজুমদার, ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র সচিব মো. তৌহিদ হোসেন ও পর্যটন করপোরেশনের চেয়ারম্যান মো. হাফিজুর রহমান ভূঁইয়া। এছাড়া গতকাল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর হুয়া দু, ভারত, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তানের হাইকমিশনার, চীন ও আফগানিস্তানের চার্জ দ্য এফেয়ার্স, ভুটান, নেপাল, মালদ্বীপ, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়ার দূতাবাসের কর্মকর্তারা অংশ নেন।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, সার্কের উচিত এ অঞ্চলকে একটি সাধারণ পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আরও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। তিনি আরও বলেন, কক্সবাজার, সুন্দরবন, চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল ও কুয়াকাটা রিসোর্টকে বিশেষ পর্যটন অঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। উদ্বোধনী বক্তব্য শেষে একে একে ৩০টি গাড়ি স্টেডিয়াম থেকে বের হয়ে যায়। প্রথমেই বের হয় সার্ক পতাকাবাহী একটি গাড়ি। এ গাড়ির একটি পতাকায় ড. ফখরুদ্দীন আহমদ সই করেন। অন্য একটি পতাকা নিয়ে তিনি মঞ্চে দাঁড়িয়ে থাকেন ও অন্যান্য গাড়িতে থাকা র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারীদের সালামের জবাব দেন। সবগুলো গাড়ি স্টেডিয়াম ছাড়ার মধ্য দিয়ে শেষ হয় সার্ক কার র‍্যালির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

র‍্যালিটি আগামী চারদিনে ভুলাহাজারা সাফারি পার্ক, চট্টগ্রাম, ফেনী, কুমিল্লা, সোনারগাঁও, ঢাকা, সাভার, টাঙ্গাইল, দিনাজপুর, রংপুর, লালমনিরহাট ও বুড়িমারী হয়ে ১৮ মার্চ ভারতে ঢুকবে। বাংলাদেশের ভেতর দীর্ঘ ১৩শ' কিলোমিটার পাড়ি দেবে র‍্যালিটি। কার র‍্যালিটি আগামী ৩০ দিনে বাংলাদেশ থেকে ভারত, ভারত থেকে ভুটান, ভুটান থেকে নেপাল, নেপাল থেকে ভারত, ভারত থেকে পাকিস্তান, ভারত থেকে শ্রীলঙ্কা, শ্রীলঙ্কা থেকে মালদ্বীপ পৌঁছবে। পাড়ি দেবে দীর্ঘ ৮ হাজার ২০০ কিলোমিটার পথ। আগামী ১৪ এপ্রিল মালদ্বীপে র‍্যালিটি শেষ হওয়ার আগে কাছাকাছি সময়ে (৩-৪ এপ্রিল, এ সময় নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে চতুর্দশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন) এটি নয়াদিল্লি পৌঁছবে। সার্কের সব শীর্ষ নেতা এ সময় র‍্যালিটিকে স্বাগত জানাবেন।

সার্ক কার র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশসহ সাত দেশের ১০৯ জন অংশ নিয়েছেন। এর মধ্যে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ সাজ্জাদ, টনি ডায়াস, প্রিয়া দত্তভী ডায়াস, চ্যানেল আইয়ের ফারুক সোবহান, সাব্বির হোসেন ও বাসসের সিনিয়র সাংবাদিক ইনামুল হক রয়েছেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং এ সার্ক কার র‍্যালির স্বপ্ন দেখেছিলেন। সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, আঞ্চলিক বাণিজ্য ও যোগাযোগ অবকাঠামোর উন্নয়ন, জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা ও বাণিজ্য, পুঁজি ও পর্যটন সুবিধা বাড়ানোর লক্ষ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এ স্বপ্ন দেখেছিলেন। ২০০৫ সালের নভেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং তার এ স্বপ্নের কথা সার্কের অন্যান্য দেশের শীর্ষ নেতাদের জানান। গতকাল প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ যে সার্ক কার র‍্যালি উদ্বোধন করলেন তার মধ্য দিয়ে মনমোহন সিংয়ের সেই স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে।

র‍্যালিতে ভারতের দেয়া টাটা মোটরসের ২৬টি ও পাকিস্তানের দেয়া ২টি মোটর ও দুটি এম্বুলেন্স রয়েছে। গাড়িগুলোতে প্রত্যেক দেশের সেলিব্রেটি ও গণমাধ্যমের কর্মীরা রয়েছেন।

কার র‍্যালি উপলক্ষে কক্সবাজারকে নতুনভাবে সাজানো হয়। তোরণ, সার্কের আট দেশের পতাকা, নানা রঙের পতাকা ও ফেস্টুনে সুসজ্জিত করা হয় কক্সবাজারের স্টেডিয়াম, গুরুত্বপূর্ণ সড়ক মোড় ও ভবন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পার্বত্য সংস্কৃতি তুলে ধরে উপজাতীয় ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন ধরনের নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশন করে। শুরুতেই আটটি হাতি পুরো স্টেডিয়াম মহড়া দেয়। প্রথম হাতিটি সার্কের পতাকা বহন করে মহড়ার নেতৃত্ব দেয়। অন্য সাতটি হাতি বাংলাদেশসহ সার্কের সাত দেশের পতাকা বহন করে। তবে নতুন সদস্য আফগানিস্তানের পতাকা বহন করেনি কোন হাতি। হাতিগুলো মঞ্চের কাছে এসে শুঁড় ওপরের দিকে তুলে প্রধান উপদেষ্টাকে সালাম দেয়।

র‍্যালিটি আফগানিস্তানে যাচ্ছে না। তবে নয়াদিল্লি থেকে আফগানিস্তানের দুটি গাড়ি র‍্যালির সঙ্গে যুক্ত হবে। শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপে সার্ক কার র‍্যালির গাড়িগুলো জাহাজে করে নেয়া হবে।

র‍্যালিটি গতকাল রাতে চট্টগ্রামে অবস্থান করার কথা রয়েছে। আজ শুক্রবার র‍্যালিটি কুমিল্লা ও সোনারগাঁও হয়ে ঢাকায় পৌঁছবে